৬০

৭৮

তারিখ 13 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক সংবাদ

পরীক্ষকদের গাফিলতি ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ

কথা ছিল, ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ (পাস) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। কিন্তু আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ, পরীক্ষকদের গাফিলতির কারণে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেরি হচ্ছে। বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও অনেক পরীক্ষক নাকি নম্বর জমা দিচ্ছেন না। অনেকে পরীক্ষার খাতা ফেলে রেখে দিয়ে বিদেশে গেছেন। তাঁদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

এ বছরের পরীক্ষা শুরু হয় মার্চ মাসে। চলে মে মাস পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা। কথা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তাঁদের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। ওয়াকিফহাল মহল বলছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে ফল প্রকাশের সম্ভাবনা নেই।

মার্চ মাস থেকেই বিএ (পাস) পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে আসতে শুরু করেছে। তারপর আট মাস লাগছে ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। পরীক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ শিকেয় ঝুলে আছে। ইতিমধ্যে আরেকটি বিএ (পাস) পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা মার্চ মাসের পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না, তারা ডিসেম্বরের পরীক্ষার সুযোগ নিতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভাবসাব দেখে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের দীর্ঘসূত্রতার দায়দায়িত্ব কতিপয় পরীক্ষকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। পরীক্ষকরা সবাই দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়ার কথা। কর্তৃপক্ষ দেখেশুনেই তাঁদের নিয়োগ করেন। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা খাতা পরীক্ষা করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র জমা দেয়ার অঙ্গীকার করেই তাঁরা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরও তাঁরা সময়মত কাজটি করেন না। পান থেকে চুন খসলে ছাত্ররা শাস্তি পায়, কিন্তু দায়িত্ব অবহেলা করার পরও পরীক্ষকরা নির্বিঘ্নে এসব গাফিলতির পুনরাবৃত্তি করে চলেন। তাঁদের জবাবদিহির কোন ব্যবস্থা নেই। চরম খেসারত দিতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা গোল্লায় যেতে বসেছে। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় যেখানে অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশ নেয় সেখানেও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে ৯/১০ মাস পর্যন্ত চলে যায়। এ সব ক্ষেত্রেও অজুহাত একই ধরনের। পরীক্ষকদের গাফিলতি। কখনও খাতাপত্র বাক্সবন্দী করে পরীক্ষকরা বিদেশে যান; কখনও আবার বলা হয় এক্সটারনাল পরীক্ষকের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। এ সব কথা শুনতে শুনতে উদ্বিগ্ন ছাত্রছাত্রীদের কান পচে গেছে। এ সব পরীক্ষকের প্রায় সবাই শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত। ছাত্রছাত্রীর স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ নাকি তাঁদের উৎকণ্ঠার বিষয়। কিন্তু পরীক্ষকদের গাফিলতি যখন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন শিক্ষক সমাজ থেকে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। ঘুণে ধরা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয় না।

পড়ানোর সময় কাটছাঁট করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা প্রস্তুতি এবং দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় করে দেয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা পড়ানোর আসল কাজটি ঠিকমত করেন কিনা সে ব্যাপারে নানা সংশয় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাড়তি অর্থের বিনিময়েও তাঁদের অনেকে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে যে গাফিলতি করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত প্রতিবছরেই পাওয়া যাচ্ছে। সময়সীমা বেঁধে দিয়েও পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করা যাচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্বের খবর আমরা প্রতিবছরই পাচ্ছি। এ বছরও পেলাম এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন না করলে ভবিষ্যতেও পেতে থাকবো। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি কারোই মাথাব্যথা নেই? এ ব্যাপারে চারদিক থেকে সমালোচনার ঝড় উঠলে [illegible] কর্মকর্তাদের টনক নড়বে না?